0 4 MAR 2017

সমকাল

শিক্ষার্থীদের সফল জীবনে প্রস্তুত করে দিতে হ

ড. অমিত চাকমা

শৈশবে : বৃহস্পতিবার তিনি জন্মভূমি রাঙামাটিতে ছিলেন। আলাপচারিতার শুরুতেই চলে যান ষাটের দশকের শুরুর সময়ে। তিনি বলেন, নদীতে ঝাঁপ দিতাম, সাঁতার কাটতাম। মাছ ধরতাম। পাহাড়ে উঠে তাজা সুস্বাদু ফল পেড়ে আনতাম। প্রকৃতির সান্নিধ্যেই আমার বেড়ে ওঠা। তবে রাঙামাটি এখন বেশ বদলে গেছে। অনেকটা অচেনা মনে হয়। পাহাড়ে সবুজ গাছ কমে গেছে। ঝরনা নেই আগের মতো। গাছ কেটে ফেলায় পানি ধরে রাখতে পারে না। শহরে হেঁটে ঘুরে বেড়ানো যায় না। সর্বক্ষণ মাইক বেজে চলেছে, ভাঙছে নির্জনতা। পাহাড়ি এলাকা বাদ দিলে রাঙামাটিকে বাংলাদেশের আর দশটি জনবহুল এলাকার মতোই মনে হবে। কেবল রাঙামাটি নয়, রাজধানী ঢাকাসহ বাংলাদেশের অনেক শহরই গড়ে উঠছে অপরিকল্পিতভাবে।

ড. অমিত চাকমাকে প্রশ্ন করি– ঢাকা কেমন দেখলেন। উত্তরে শুরুতেই বলেন, ঢাকার আকাশে বিমান নিচুতে নেমে এলেই আবেগতাড়িত হয়ে পড়ি– এই তো আমার জন্মভূমি। আকাশ থেকে নদী, জলাভূমি, সবুজ গাছপালা দেখে মুগ্ধ হই। শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের ব্যবস্থাপনায় যথেষ্ট উন্নতি ঘটেছে। অনেক স্মার্ট অফিসারের দেখা পাই। আধুনিক মেশিন বসেছে। তবে অনেকের কাছে শুনি– বিমানবন্দর থেকে বের হয়ে শহরে কিংবা দেশের অন্য কোনো এলাকায় যেতে ট্যাক্সি করার সময় ভরসা হয় না। তখন মনে হয়, পরিচিত কেউ থাকলে ভালো হতো। যানজটের কথাও বলতে হয়। বছর চারেক আগে ঢাকায় এসে র‍্যাডিসন হোটেলে ছিলাম। সেখান থেকে বারিধারা কানাডার হাইকমিশন অফিসে আমার সম্মানেই এ অনুষ্ঠান আয়োজিত হয়েছিল। বেশ আগে রওনা দিয়েও আমি পৌঁছাতে পারি নির্ধারিত সময়ের আধঘণ্টা পর। আমার বিব্রত অবস্থা দেখে আয়োজকরা বলেন, আমন্ত্রিত অতিথিদের অনেকেই যানজটের কারণে পথে রয়েছেন। অথচ এটুকু পথ আমি সাইকেলেই ১০ মিনিটে চলে আসতে পারতাম।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অন্তরে : কীভাবে আমন্ত্রিত হলেন, প্রশ্ন করি। তিনি বলেন, মাননীয় উপাচার্য ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিকের নাম জানি; তবে পরিচয় ছিল না। বাংলাদেশের সমকালসহ কয়েকটি দৈনিক পত্রিকা অনলাইনে নিয়মিত পাঠ করি। এ সূত্রেও উপাচার্য সম্পর্কে কিছুটা জানি। টেলিফোনে তিনি আমাকে আমন্ত্রণ জানান। প্রথম আলাপেই তাকে অমায়িক ও বাস্তববাদী মনে হয়েছে। আমি সত্তরের দশকের মাঝামাঝি ঢাকা কলেজে পড়েছি। জগন্নাথ হলে থেকে রাঙামাটির অনেক ছাত্র পড়াশোনা করত। তাদের কাছে নিয়মিত যেতাম। অনেক রাতে ফ্লোরিং করে থেকেছি। হলের খাবার খেয়েছি। উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা পাস করে আমি বৃত্তি নিয়ে আলজেরিয়ান পেট্রোলিয়াম ইনস্টিটিউটে যাই ন্যাচারাল গ্যাস প্রসেসিং ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ার জন্য। পরে কানাডায় গিয়ে ইউনিভার্সিটি অব ব্রিটিশ কলাম্বিয়া থেকে পিএইচডি ডিগ্রি নিই। ১৯৮৮ থেকে ১৯৯৬ সাল পর্যন্ত ইউনিভার্সিটি অব ক্যালগারিতে কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং পড়াই। গবেষণায় বিশেষ আগ্রহ ন্যাচারাল গ্যাস ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড পেট্রোলিয়াম ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট। ২০০৯ সালের ১ জুলাই ইউনিভার্সিটি অব ওয়েস্টার্ন অন্টারিওর প্রেসিডেন্ট পদে যোগ দিই। আমি কানাডার বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও উদ্ভাবন কাউন্সিলের সদস্য হিসেবে কাজ করছি। কমনওয়েলথ ইউনিভার্সিটিস অ্যাসোসিয়েশনেরও কাউন্সিল সদস্য। আমার বিশ্ববিদ্যালয়ে বর্তমানে ৩৭ হাজার ছাত্রছাত্রী।

বিশ্বমানের বিভাগ : প্রশ্ন করি– তাদের মধ্যে বাংলাদেশি আছে? হ্যাঁ, ৩০ জন। ২০ জন গ্র্যাজুয়েট, ১০ জন আন্ডার গ্র্যাজুয়েট। গ্র্যাজুয়েট কোর্সের কয়েকজন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অ্যাপ্লাইড ফিজিক্স বিভাগের ছাত্র। তারা খুব ভালো করছে। যে বিভাগের ছাত্রছাত্রীরা বাইরে গিয়ে এত ভালো করছে, সে বিভাগটি নিঃসন্দেহে খুব মানসম্পন্ন। আমি নিশ্চিত যে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এমন আরও বিভাগ রয়েছে, যেখান থেকে বিশ্বমানের শিক্ষার্থী বের হয়। এমন একটি প্রতিষ্ঠানে সমাবর্তন ভাষণ দিতে এসেছি– সেটা ভাবতে নিজেকে গর্বিত মনে হয়।

ড. অমিত চাকমাকে জানাই– বর্তমানে বাংলাদেশে পাঁচ কোটির বেশি ছাত্রছাত্রী। তাদের অর্ধেকের কাছাকাছি ছাত্রী। বিষয়টি কীভাবে দেখছেন? উত্তরে তিনি বলেন, তারা বাংলাদেশের জন্য চমৎকার সুযোগ। আমি সার্বজনীন শিক্ষার প্রবক্তা। দেশে কতজন শিক্ষিত লোক থাকবে, তার সীমা নির্ধারণের পক্ষে নই কোনোভাবেই। প্রশ্ন করতে পারেন, চাকরি না পেলে পড়ে কী লাভ? উচ্চশিক্ষা নিয়ে কী লাভ? আমি বলি, গণতান্ত্রিক সমাজে শিক্ষার দরকার। শিক্ষা ছাড়া গণতন্ত্র হয় না। জটিল কোনো সমস্যা, ভালো কিংবা মন্দ– এসব বিষয়ে সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে শিক্ষা

বাংলাদেশের রাঙামাটির সন্তান ড. অমিত চাকমা এখন কানাডার ইউনি ওয়েস্টার্ন অন্টারিওর প্রেসিডেন্ট ও উপাচার্য। আজ তিনি ঢাকা বিশ্ববি ৫০তম সমাবর্তনে সমাবর্তন-বক্তা। গতকাল শুক্রবার তার সঙ্গে বাংলা শৈশব ও শিক্ষাজীবন, এখানকার শিক্ষা, আর্থসামাজিক উন্নয়ন ভাবনা, বিভিন্ন বিষয়ে কথা বলেন সমকালের সহযোগী সম্পাদক **অজয় দাশগুপ্ত** তিনি তুলে ধরেন বাংলাদেশ নিয়ে তার স্বপ্নের কথা। সেই দীর্ঘ আলাপ ভিত্তিতেই এ নিবন্ধ রচিত হয়েছে

চাই। জলবায়ু পরিবর্তন নিয়ে বিতর্ক চলছে। অর্থনৈতিক উন্নয়নের পথ নিয়ে বিতর্ক আছে। ভোটারের শিক্ষা না থাকলে কীভাবে বাছাই করবে, কার কথা সঠিক? ব্রিটেনে ইউরোপীয় ইউনিয়ন থেকে বের হয়ে যাওয়ার ইস্যুতে গণভোট হয়েছে। এ বিষয়ে ভোটারদের অবস্থান বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, শিক্ষিতরা ইউনিয়নে থাকার পক্ষে ভোট দিয়েছে। তারা বিশ্লেষণ করে বুঝতে পারে– একত্রে থাকায় কী লাভ। অন্যদিকে, যেখানে শিক্ষার হার তেমন ভালো নয়, বিশ্বায়ন ও জ্ঞানভিত্তিক অর্থনীতি, নতুন বিশ্বের অর্থনীতি– এ নিয়ে ভালো ধারণা নেই, সেখানে নিজেদের সমস্যার জন্য দোষ দেয় অন্যদের। যুক্তরাষ্ট্রের সাম্প্রতিক প্রেসিডেন্ট নির্বাচনেও আমরা একই চিত্র দেখি। ডোনাল্ড ট্রাম্পকে যারা ভোট দিয়েছে তাদের উল্লেখযোগ্য অংশ কলেজ শিক্ষা পায়নি। তিনি ইর‍্যাশনাল কথা বলেছেন, যুক্তির বাইরে যেতে চেয়েছেন– তা পেয়েছেন অনেকের।

ড. অমিত চাকমা বলেন, এক এল উচ্চশিক্ষার প্রতিষ্ঠান দরকার– এ নি হয়। আমি বোস্টনের উদাহরণ দিই। শহরকে বিশ্ববিদ্যালয়ের শহর বলা তো গোটা বিশ্ব থেকে সেরা ছাত্র জমায়। কেউ তো প্রশ্ন করে না– প্রতিষ্ঠান দিয়ে কী হবে? তবে এট হবে শুধু সংখ্যা নয়, সত্যিকারের শিক্ষ কেবল শিক্ষা নয়– শিক্ষা শেষে চাকরি আমার দায়িত্ব ছাত্রছাত্রীদের ভবিষ্যে তোলা। তারা যেন জীবনে সফল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বেশিরভাগ ছাত্রছ তারা চাকরির প্রত্যাশা করে, ব্যবস

আমার দায়িত্ব মৌলিক শিক্ষার করেই তাদের গড়ে তোলা। ত কাউন্সেলিং দিতে হবে। তারা পাস পেলে কিংবা কোনো উপার্জনমূলক হতে না পারলে নিজেকে অপর আমাদের স্নাতকদের ওপর জরিপ করে কী করছে, সেটা জানার চেষ্ট

স্বাধীনতা আন্দোলনের বলবেন : আজ ঢাকা বিশ্ববিদ্য সমাবর্তন। দেশের প্রধান শি অনেকে এভাবে বলে থাকেন স্বাধীনতা সংগ্রামে এ প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা ছিল। ১৯৫২ সালের ২ প্রতিষ্ঠান থেকেই ছাত্রছাত্রীরা ১ মিছিল বের করে। প্রতিষ্ঠা করে ম অধিকার। আজ ছাত্রছাত্রীদের সা উত্তরে ড. অমিত চাকমা বলেন

আমের ফলন ভালো হবে। দুই চে ঢেকে গেছে সবুজ পাতা। বাতাসে সুবাস আর সৌন্দর্য গ্রহণে। রাজশ আর স্কুলের ছোট বাচ্চাদের। তারা এসেই মুকুলের ঘ্রাণে তারা মুগ্ধ। ক কেন, আমের মুকুল চোখে পড়বেই বেড়াচ্ছে। প্রাণভরে নিঃশ্বাস নিতে সিরাজুল ইসলাম বলেন, 'আম এখ সচেতন। তাই প্রতি বছরই আম আ জানিয়েছে, এবার জেলায় প্রায় ১৭ উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা ধরেছে এব বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা আলিম উদ্দিন মুকুল ফোটার সময় কুয়াশা হয়নি ভালো হবে।' তিনি বলেন, ফুল ফে পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে চাষিদের। এর

সমক

দামুড়হুদায় শিশু খুন

গ্রেফতার ১

■ **দামুড়হুদা (চুয়াডাঙ্গা) প্রতিনিধি**

দামুড়হুদায় তিন বছর বয়সী শিশু মুক্তা নিখোঁজের ১৫ ঘণ্টার মাথায় পরিত্যক্ত সেপটিক ট্যাঙ্ক থেকে তার লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। প্রতিবেশী পপি বেগম শিশুটিকে গলাটিপে হত্যা করে। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় পপির সন্দেহজনক আচরণ এবং অসংলগ্ন কথাবার্তায় ঘাতক পপি বেগমকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। গ্রেফতারের পর পপি পুলিশের কাছে হত্যার কথা স্বীকার করে। তাকে শুক্রবার আদালতে সোপর্দ করেছে পুলিশ লাশের ময়নাতদন্ত শেষে দাফন করা হয়েছে। এ ঘটনায় মুক্তার মা উজাল বেগম বাদী হয়ে থানায় হত্যা মামলা করেছেন। বৃহস্পতিবার ভোরে উপজেলার ঈশ্বরচন্দ্রপুর গ্রামে ওই হত্যাকাণ্ডের ঘটনা ঘটে।

বুধবার উপজেলার ঈশ্বরচন্দ্রপুরের ভ্যানচালক মিষ্টারের তিন বছর বয়সী শিশুকন্যা মুক্তা খাতুনের সঙ্গে প্রতিবেশী নাসির উদ্দীনের ছেলে সাদিকের হাতাহাতি হয়। এ ঘটনার জেরে বিকেলে উভয় পরিবারের মধ্যে ঝগড়া হয়। ঝগড়ার পর থেকে শিশু মুক্তাকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছিল না। সন্ধ্যায় এলাকায় মাইকিং করার পরও তাকে খুঁজে পাওয়া যায়নি। বৃহস্পতিবার সকালে ঘাতক পপির স্বামী প্রকৃতির ডাকে সাড়া দিতে গেলে সেপটিক ট্যাঙ্কের ঢাকনা খোলা দেখে এগিয়ে যান এবং সেখানে শিশু মুক্তার লাশ পড়ে থাকতে দেখেন। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে মুক্তার মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য জেলা সদর হাসপাতাল মর্গে পাঠায়। এলাকাবাসী পপিকে আটক করে পুলিশে খবর দেয়। খবর পেয়ে চুয়াডাঙ্গার ভারপ্রাপ্ত পুলিশ সুপার মোহাম্মদ বেলায়েত হোসেন এবং দামুড়হুদা মডেল থানার ওসি আবু জিহাদ ঘটনাস্থলে পৌঁছান। এ সময় আটক পপি পুলিশ এবং মহল্লাবাসীর সামনে হত্যার কথা স্বীকার করলে পুলিশ তাকে গ্রেফতার করে থানা হাজতে নেয়।

শাহ আবদুল করিম লোক উৎসব শুরু

■ **সুনামগঞ্জ প্রতিনিধি**

সুনামগঞ্জের দিরাইয়ের কালনীর তীরের গ্রাম উজানধল মাঠে শুক্রবার সন্ধ্যায় দু'দিনের শাহ আবদুল করিম উৎসবের উদ্বোধন করেন বিখ্যাত গণসঙ্গীত শিল্পী ফকির আলমগীর। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ফকির আলমগীর বলেন, 'শাহ আবদুল করিম তার কর্মের মাধ্যমে আমাদের মাঝে বেঁচে আছেন। যতদিন বাংলাভাষী মানুষ